অঞ্জন চৌধুরীর ছবি

হীরক জয়ন্তী

রঙীন

মা তারার আশীর্বাদে

জয়শ্রী চিত্রম নিবেদিত

জয়শ্রী চৌধুরী প্রযোজিত

হীরক জয়ন্তী

কাহিনী, চিত্রনাট্য সংলাপ ও পরিচালনা—**অঞ্জন চৌধুরী**

সংগীত—**গৌতম বসু** ● সহঃ প্রযোজনা—**বাবলু ভকত**.

অভিনয়ে—রঞ্জিত মল্লিক, দিলীপ রায়, কালী ব্যানার্জী, সুমিত্রা মুখার্জী, অন্তরা সিন্‌হা, রত্না ঘোষাল, সৌমিত্র ব্যানার্জী, সলিল দত্ত, ভবেশ কুণ্ডু, রীনা চৌধুরী এবং জয় ব্যানার্জী ও চুমকী চৌধুরী।

চিত্রগ্রহণ—শক্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, শিল্প নির্দেশনা—কার্ত্তিক বসু, সম্পাদনা—স্বপন গুহ, নৃত্য পরিকল্পনা—পাপ্পু খান্না (বম্বে)। প্রধান সহ-পরিচালক—বাবলু সমাদ্দার। সহ-পরিচালক—হরনাথ চক্রবর্ত্তী, সুভাষ সেন, রাজা দাস। শব্দ গ্রহণ—অনুপ মুখার্জী, জ্যোতি চ্যাটার্জী। N. F D. C. শব্দগ্রহণ সহকারী—প্রদীপ দত্ত, রঞ্জিত বিশ্বাস, দেবদাস মজুমদার। শব্দ পুনর্যোজনা—হীতেন ঘোষ, (রাজকমল কলামন্দির বম্বে) এস, এম, জারাফকারের তত্বাবধানে বম্বে ফিল্ম ল্যাবরেটরীজ এ পরিস্ফুটিত। রেকর্ড ও ক্যাসেট সত্ব—গাথানী রেকর্ড কোম্পানী। এন টি, ওয়ান ষ্টুডিওতে কমল রায়ের তত্বাবধানে অন্তদৃশ্য গৃহীত।

দৃশ্যগ্রহণের যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জাম সরবরাহ ইষ্টার্ণ সিনে ইকুইপমেণ্ট ও বি ডি এণ্টার প্রাইজ—তত্ত্বধানে প্রতাপ দাস। আলোকসম্পাতে—অভিমন্যু দাস, দুঃখীরাম নস্কর, ব্রজেন দাস, গোবিন্দ হালদার, জহর দাস, বেনুধর বিশাল, অনিল পাল, বিনোদ ভৌমিক, সতীশ হালদার, শৈলেন পোড়ে, যুগল সর্দ্দার, নূর মহম্মদ। সেট সেটিং—কানাই দাস, সন্তোষ মজুমদার, মানু পারিধা, আনন্দ সাঁই, মণী সর্দ্দার, রঙ্কু নাথ, লক্ষ্মণ সোয়াইন, লক্ষ্মণ নায়েক, নিমাই দত্ত। কর্মসচীব—সুরেন দাস, ব্যবস্থাপনায়—নিতাই নায়েক, অমিতাভ সুর। সহকারী—কেষ্ট দে, সুবীর ঘোষ। রূপসজ্জা—গৌর দাস, মনোতোষ দাস। সহকারী—অলক দাস, সাজসজ্জা—শিবনাথ দাস। সম্পাদনা সহকারী—সুভাষ মাইতি, আনন্দ গুরাং। সহ-শিল্প নির্দেশক—রবি দত্ত। সহঃ আলোক চিত্রগ্রাহক—অরুণ রায়, তন্ময় দাস। স্থির চিত্র—বৈদ্যনাথ জাল। প্রচার অঙ্কন ও পরিচয় লিখন—নির্মল রায়। প্রচার—সিনে মিডিয়া। পরিবেশনা—***তাপস পিকচার্স***।

গানে—কিশোর কুমার অমিত, ভুপিন্দর, সুরেশ, অনুপমা, আরতি, মহঃ আজিজ।

কাহিনী

কলকাতার বিরাট ধনী ব্যবসায়ী বিজয়বাবু হঠাৎ 'ষ্ট্রোক'-এ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। ডাক্তারের পরামর্শক্রমে 'কমপ্লিট রেষ্ট' নেবার জন্য একমাত্র মেয়ে জয়ন্তীকে নিয়ে গ্রামের বাড়ীতে আসছেন। জয়ন্তী আধুনিকা, চলনে বলনে একেবারে মেমসাহেব। নিজেই গাড়ী 'ড্রাইভ' করে আসছে। হঠাৎ বিপত্তি! কোথা থেকে এসে একটা ঢিল গাড়ীর পেছনের কাঁচে লাগে। কাঁচটা ভেঙ্গে যায়। জয়া গাড়ী থেকে নেমে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখতে পায় হীরুকে। সে ঢিল দিয়ে বেল পাড়ছিল। হীরুকে জামার কলার ধরে গাড়ীর সামনে হিড় হিড় করে টেনে আনে জয়া। ইংরেজীতে গালাগাল দেও ষ্টুপিড, রাস্কেল।

হীরু কিন্তু ইচ্ছে করে কাঁচটা ভাঙ্গেনি। সে অশিক্ষিত বটে তবে গ্রামে তার মত ভাল ছেলে আর নেই। এই অনিচ্ছাকৃত অপরাধের জন্য গালাগালি দেওয়ায় সে খুব রেগে যায়। সে গিয়ে ধরে তার ডাক্তারদাকে। দু'একটা কড়া ইংরেজী গালাগাল শিখিয়ে দিতে বলে। মজা করার জন্য তিনি হীরুকে গালাগালের নামে 'আই লাভ ইউ' বলতে শিখিয়ে দেন। বললেন দিনের মধ্যে তিনবার এটা বলতে হবে। হীরু 'আই লাভ ইউ' মানে কী জানেনা তবে জয়াকে এটা বলতেই জয়া প্রচণ্ড ক্ষেপে যায়। তারপরই শুরু হয় মজাটা! হীরু সকাল/দুপুর/বিকেল পালাক্রমে 'আই লাভ ইউ' বলতে থাকে।

জয়া হীরুর ওপর প্রচণ্ড ক্ষেপে যায়!

এরই মধ্যে আসে সেই দিন যেদিন প্রচণ্ড ঝড় জলের রাতে বিজয়বাবু হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ডাক্তার রাজীব সেন বললেন যে ওষুধটা পেলে এই মুহূর্তে বিজয়বাবুকে বাঁচানো সম্ভব, সেটা তার কাছে নেই। অবশেষে ডাক্তারের পরামর্শে জয়ার অনুরোধে হীরুই অসাধ্যটা সাধন করে। নিজের জীবন বিপন্ন

করে সে ওষুধটা এনে বিজয়বাবুর জীবন বাঁচায়। জয়া হীরুকে নতুন করে চেনে।

বিজয়বাবুর কানে একদিন খবরটা যায়। তিনি রেগে হীরুকে এ বাড়ীতে আসতে বারণ করে দেন।

জয়া এতদিনে হীরুকে সত্যি সত্যি ভালবেসে ফেলেছে। বিজয়বাবু তখন মরিয়া হয়ে অন্য চাল চাললেন। তিনি জয়াকে বাধ্য করলেন হীরুকে বাড়ীতে ডেকে এনে অপমান করতে। জয়া মন থেকে না চাইলেও বাবাকে খুশী করার জন্য তাই-ই করলো।

হীরু এই অপমানে প্রচণ্ড কষ্ট পেলো। সে অসুস্থ হয়ে পড়লো। অবশেষে জয়া বাবাকে লুকিয়ে হীরুর কাছে আসে। বিজয়বাবু সেটা জানতে পেরে যান এবং সিদ্ধান্ত নেন গ্রাম ছেড়ে চলে যাবার।

যাবার আগে জয়া হীরুকে তার জন্মদিনে যাওয়ার জন্য বলে যায়। হীরু জন্মদিনে উপস্থিত হলে বিজয়বাবু তাকে বাড়ীতে ঢুকতে দেন না কিন্তু জয়ার মা মাধবী দেবীর কথায় হীরু পার্টিতে ঢোকার অনুমতি পায়। সে পূর্বপ্রতিশ্রুতিমত একটা গান শুনিয়ে গ্রামে ফিরে আসে।

এদিকে চন্দন ভুলিয়ে ভালিয়ে জয়াকে গ্রামে নিয়ে আসে। বিজয়বাবু হীরুকে সন্দেহ করে পুলিশ নিয়ে হীরুকে এ্যারেষ্ট করান। হীরু অনুমান করে জয়াকে কে কোথায় নিয়ে যেতে পারে তাই গ্রামের ব্রীজ পেরোবার সময় নদীতে ঝাপিয়ে পালায়।

চন্দন জয়ার শ্লীলতাহানী করতে উদ্যত, এমনি সময় হীরু এসে পড়ে। প্রচণ্ড মারপিট হয়। যথাসময়ে পুলিশও এসে হাজির হয়।

— • —

॥ ১ ॥

কণ্ঠ—অমিত কুমার

গীতিকার—অঞ্জন চৌধুরী

ষ্টুপিড রাস্কেল ইট পাটকেল দিয়েছেতো গাল
এবার থেকে তোমায় খুকু বলবো চিরকাল
I love you
—ইডিয়েট
ইডিয়েট বলে গটগট করে যাও তুমি চলে
চটি হিল তোলা
ওরেব্ বাবা যেন কামানের গোলা
চটি হিল তোলা কামানের গোলা
ছুড়ে তুমি দিলে—
ধপ করে পড়ে গেছি খেয়ে দুটি টাল
এবার থেকে তোমায় খুকু বলবো চিরকাল
I love you
—বাঁদর ! পাজি
—হুহু ! খুকু বাংলা কেন এংরাজীতে বলো !
বাঁদর পাজি ভুতো হ্যাংলা
এবার কেন বলছো বাংলা
তোমার একী হাল !
আমি তোমায় এংরেজীতে বলবো চিরকাল
I love you

— o —

॥ ২ ॥

কণ্ঠ—ভুপিন্দর সিং

গীতিকার—ভবেশ কুন্ডু

মা ভাই বোন আছো যারা শুনে যাও মোর কথা
অভাগা গ্রামের হাজার দুঃখ গাথা
আলপনা আঁকা প্রতি ঘরে ঘরে শতেক মর্মব্যথা
শুনে যাও মোর কথা
গ্রামের আশীসে শহর আকাশ আলোর খুশীতে ভরে
অনেক দুঃখ ব্যথা বেদনায় ভোরের শেফালী ঝরে
গ্রামের মাটিতে ফুলের মিছিল সকাল সন্ধ্যা হাসে

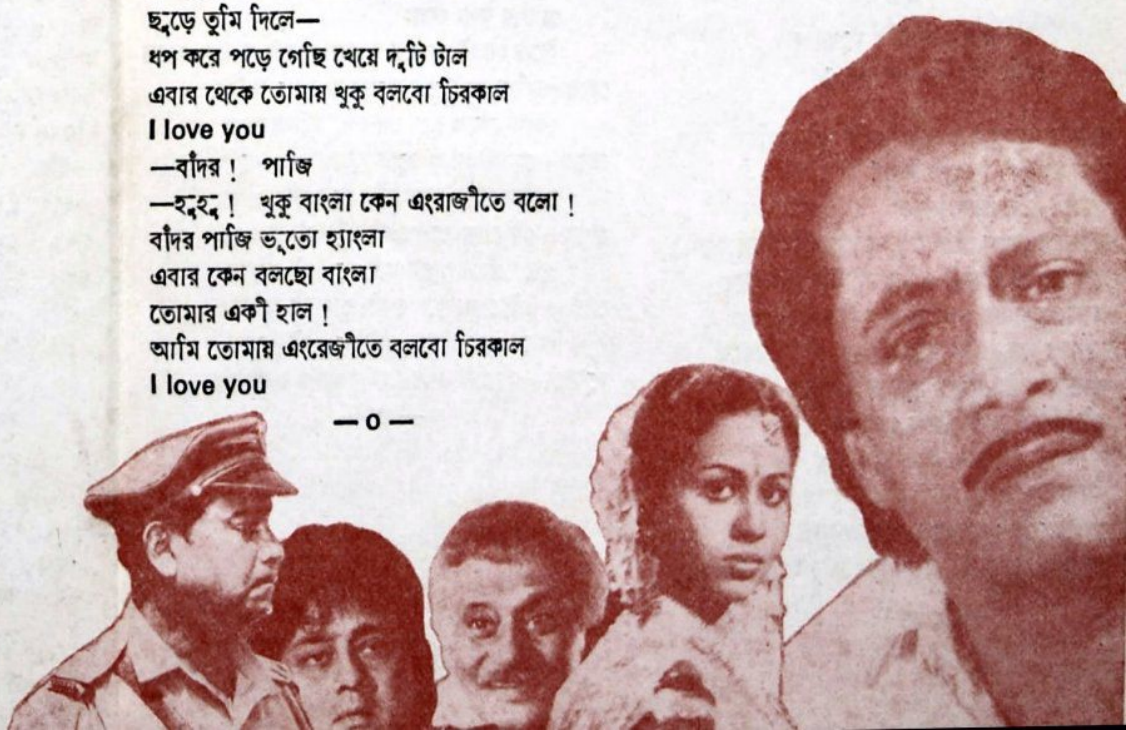

পয়সার দামে শহর কিনে তা সাজায় কাঁচের ভাসে
ফসল ফলালো গ্রামের যে চাষী তার ছেলেমেয়ে কাঁদে
শহরের হাটে বেচাকেনা চলে অতি মুনাফার ফাঁদে
দুঃখের আঁসড়ে এমনি হাজার প্রাণের মর্মকথা
শুনে যাও মোর কথা—
নিজেকে বিলিয়ে গ্রাম হাত পাতে আজ শহরের দ্বারে
গ্রাম শেষ হলে শহরের প্রাণ বাঁচবে কিসের জোরে
শহরের পথে পোড়া মোবলের গন্ধে এ প্রাণ বলে
সবুজ ঘাসের নিঃশ্বাস নিতে গ্রামেতে যাই চলে
গ্রামেতে যাই চলে
সোনালী বালুকা কাঁদামাখা আজ এই অজয়ের চরে
হাওয়ার ভেলায় কাশের গুচ্ছ কেঁদে কেঁদে ঝরে পড়ে
দুখের আঁসড়ে এমনি হাজার প্রাণের মর্মকথা
শুনে যাও মোর কথা
শহরেয় প্রাণ ধুলায় লুটবে শুকাবে মুখের হাসি
গ্রামের মাটিকে যদি না বলো তোমাকেই ভালবাসি
ভাগ করে নেব তোমার আমার যা আছে দুখ ব্যথা
শুনে যাও মোর কথা

— o —

॥ ৪ ॥

কন্ঠ—আরতি মুখার্জি
গীতিকার—ভবেশ কুন্ডু

তোমার মনের মত করে আমায় তুমি সাজিয়ে নাও
তোমার খুশীর ডুরেল শাড়ী
আমায় তুমি পরিয়ে দাও
রাতের আকাশ কেঁদে কেঁদে ভোরের শিশির ঝরে
রাজ প্রাসাদের বন্দী খাঁচায় তোমায় মনে পড়ে
বাজাও তোমার একতারাটা নদীর সুরে গাও
তোমার মনের মত করে আমায় তুমি সাজিয়ে নাও
শহরের আলো ছেড়ে গ্রামের মায়ায়
কী বাঁধনে বেঁধে দিলে গাছেরই ছায়ায়
সব জানা সব চেনা হয়ে গেল ভুল
আমার মনের মাঝে যেন তুমি রাঙা ফুল
সেই ফুলে গাথা মালা অঞ্জলি নাও
তোমার মনের মত করে আমায় তুমি সাজিয়ে নাও

— o —

॥ ৩ ॥

কন্ঠ—সুরেশ ওয়াডকার
অনুপমা দেষপান্ডে
গীতিকার—ভবেশ কুন্ডু

মেয়ে—তোমার রাগ এলো কী গেলো
কী এসে যায় তাতে
তোমার খুশী হলে পরে
থাকবে আমার সাথে
ছেলে—হা—আ
ছেলে—মুখে তুমি যাই বলোনা
মনের কথা বলো
মুখে আনো হাসির ঝিলিক
প্রাণের কথা বলো
ইচ্ছে হলেই রাখতে পারো হাতটা আমার হাতে
মেয়ে—জীবনের ফুলে ফুলে রামধনু আঁকা
কোথা থেকে হয়ে গেল দু'জনের দেখা
ছেলে—হে জীবনের ফুলে ফুলে রামধনু আঁকা
কোথা থেকে হয়ে গেল দু'জনের দেখা
মেয়ে—এই দেখা বলে গেল তুমি যে আমার
গানে গানে গেয়ে যাই সুরেরই বাহার
ছেলে—এই দেখা বলে গেল তুমি যে আমার
গানে গানে গেয়ে যাই সুরেরই বাহার
দু'জনে—সারাটা জীবন যেন থাকি একসাথে

— o —

॥ ৫ ॥

কন্ঠ—মহঃ আজিজ
গীতিকার—ভবেশ কুন্ডু

জয়া আই লাভ ইউ
I love you, I love you
আমি তোমাকে ভালবাসি, আমি তোমাকে ভালবাসি
এই জীবনে শুধু যে চাই তোমার মুখের মিষ্টি হাসি
আমায় দেখে তোমারা কেন সিংদরজা বন্ধ করো
ভালবাসার মন্ত্র জপি তোমরা ভয়ে থরো থরো
এ জীবনে সবার আশা একটুখানি ভালবাসা
ভালবাসার টানেই আমি তোমার কাছে আসি
আমি তোমাকে ভালবাসি
যতই আসুক আঘাত কেন প্রেমের পরশ দিয়ে
এই পৃথিবী জয় করবো তোমায় পাশে নিয়ে
বুকের মাঝে ফুল ফোটাবো
আমরা দুজন হারিয়ে যাবো
হারিয়ে যাব নতুন দেশে সকল বাঁধা নাশি
জয়া I love you

— o —

॥ ৬ ॥

কন্ঠ—কিশোর কুমার
গীতকার—পুলক বন্দোপাধ্যায়

বহুদূর থেকে এ কথা দিতে এলাম উপহার
তুমি যে আমার ওগো তুমি যে আমার
আমার দু'চোখে জ্বালো
তুমি যে নতুন আলো
যেদিকে তাকাই আমি দেখি তাই
তোমাকেই শুধু বারে বার
আমার মাটির ভূমি
স্বর্গ করেছ তুমি
ভরে গেল মন ভরলো জীবন চাইনাতো কিছু আর

— o —

জয়শ্রী চৌধুরী প্রযোজিত

জয়শ্রী চিত্রম-এর

অভিনী

কাহিনী, সংলাপ, চিত্রনাট্য ও গীত রচনা

অঞ্জন চৌধুরী

পরিচালনা :—**বাবলু সমাদ্দার**

শ্রেষ্ঠাংশে :—রঞ্জিত মল্লিক, কালী ব্যানার্জ্জী, দিলীপ রায়, অন্তরা সিন্‌হা, ভবেশ কুণ্ডু, সাবিত্রী চ্যাটার্জ্জী, এবং জয় ব্যানার্জ্জী ও চুমকী।

সহঃ প্রযোজনা :—**বাবলু ভকত**

জয়শ্রী চিত্রমের পরবর্তী ছবি

অঞ্জন চৌধুরীর

সীমারেখা

অভিনয়ে : জয় ব্যানার্জী, চুমকী ও রীনা চৌধুরী

সঙ্গে থাকছেন : রঞ্জিত মল্লিক, উৎপল দত্ত, দিলীপ রায় ও অন্যান্য

সহঃ প্রযোজনা : **বাবলু ভকত**